উত্তরবঙ্গ

পিকআপ ভ্যান-গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম ৪

পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষের পর দুর্ঘটনাগ্রস্ত যাত্রীবাহী গাড়ি। ছবি ঃ শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ কাঁচা চা পাতা বোঝাই পিকআপ ভ্যান ও যাত্রীবাহী ছোটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম হল মোট চারজন। এদের মধ্যে দুজন যাত্রীবাহী গাড়ির চালক ও খালাসি। বাকি দুজন নাগরাকাটা থানার দুই মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার দুপুরে নাগরাকাটার গ্রাসমোড় চা বাগানের ৪ নম্বর গেট সংলগ্ন ৩১-সি জাতীয় সড়কের ওপর। এলাকাটি নন্দুমোড় নামে পরিচিত। পুলিশ জানিয়েছে, ওই জখম চালক ও খালাসির নাম যথাক্রমে পৃথ্বীরাজ ছেত্রী ও দিল সোহেল ছেত্রী। তাঁদের বাড়ি বানারহাটের কলাবাড়ি এলাকায়। আহত দুই সিভিক ভলান্টিয়ার হলেন— কৃষ্ণামায়া ছেত্রী ও কবিতা ছেত্রী। তাঁদের আঘাত তেমন গুরুতর না হলেও যাত্রীবাহী গাড়ির চালক ও খালাসি গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। ওই দুজন বর্তমানে মাল মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ সূত্রেই জানা গিয়েছে, চা পাতা বোঝাই পিকআপ ভ্যানটি বীরপাড়ার রামঝোরা চা বাগান থেকে নাগরাকাটার দিকে যাচ্ছিল। অন্যদিকে, ছোটো গাড়িটি বানারহাটের দিকে যাচ্ছিল। পথে গ্রাসমোড়ের ৪ নম্বর গেটের সামনে একটি বাঁকের মুখে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দ্রুতগতিতে ছুটে চলা গাড়ি দুটির। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে পিকআপটি ওই ছোটো গাড়ির ছাদের ওপর উঠে গিয়ে রাস্তায় আছড়ে পড়ে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন পিকআপ ভ্যানের চালক ও খালাসি। সেসময়ই ওই রাস্তা দিয়ে স্কুটি চেপে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল দুই সিভিক ভলান্টিয়ার। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটি তাঁদের দিকে গড়িয়ে এলে তাঁরাও জখম হন। স্থানীয়রাই আহতদের উদ্ধার করে লুকসান ও সুলকাপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যান। ওই দুই মহিলাকে লুকসানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় জখম চালক ও খালাসিকে। সেখান থেকে তাঁদের মাল মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়। এদিন ওই এলাকার বাসিন্দারা গ্রাসমোড়ের ৪ নম্বর গেটের সামনে বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগে সরব হন। কুমার প্রধান ও অমর ছেত্রী নামে স্থানীয় দুজন বলেন, এই বাঁকটি দারুণ বিপজ্জনক। প্রায় ফি দিনই এখানে কোনো না কোনো গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে। বেশকিছু প্রাণহানিও এখানে হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত এর কারণ খতিয়ে দেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া। নাগরাকাটা থানার ওসি নন্দকুমার দত্ত বলেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়িকেই উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রামশাইয়ের কালীপুরে চিতাবাঘের আতঙ্ক

ময়নাগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীপুর গ্রামে চিতাবাঘের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। মঙ্গলবার ওই গ্রামে একটি চিতাবাঘ হানা দেয়। চিতাবাঘের আতঙ্কে রাতে কেউ ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। রাতে এলাকায় বন দপ্তরের তরফে পটকা ফাটানো হয়। বনকর্মীরাও গোটা এলাকায় টহল দিচ্ছেন। প্রসঙ্গত, প্রায় দু-মাস আগে পাশের গ্রাম আমগুড়ির দপ্তরিপাড়া এলাকায় চিতাবাঘের উপদ্রব দেখা দিয়েছিল। চিতাবাঘের আক্রমণে দুজন চা শ্রমিক গুরুতর জখম হন। এছাড়া প্রচুর হাঁস, মুরগি ও ছাগল নিখোঁজ হয়। ফের চিতাবাঘের আনাগোনায় রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েত জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

কালীপুর গ্রামের বোয়া ওরাওঁ জানান, এদিন তিনি সবে বাড়ির উঠোনে ভাত খেতে বসেছিলেন। কিন্তু ভাত মুখে তোলার আগেই দেখেন উঠোনের গোয়ালঘরের এককোনে একটি চিতাবাঘ তাঁদের গোরুটিকে থাবা মারছে। ভয়ে বোয়া ওরাওঁ, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে দৌড়ে বাইরে পালিয়ে যান। তাঁদের চিৎকারে গ্রামের লোক জড়ো হন। তখন চিতাবাঘটি পালিয়ে যায়। এরপরই বন দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়। চিতাবাঘের হামলায় গোরুটি জখম হয়েছিল। বন দপ্তরের তরফে গয়েরকাটা থেকে পশু চিকিৎসক এনে গোরুটির চিকিৎসা করা হয়। বন দপ্তরের রামশাইয়ের রেঞ্জার মনবাহাদুর ছেত্রী বলেন, গোরুটি বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। বনকর্মীরা এলাকায় টহল দিচ্ছেন। রাতে এলাকায় পটকা ফাটানো হয়।

বিজয়ীদের সংবর্ধনা

বানারহাট, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা মিশনের উদ্যোগে সোমবার জলপাইগুড়ি মাড়োয়ারি বালিকা বিদ্যালয়ে আয়োজিত জেলাস্তরের কলা উৎসব প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পেল বানারহাট উচ্চবিদ্যালয়। ওই উৎসবে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে মঙ্গলবার বিদ্যালয়ে সংবর্ধনা দিল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি বানারহাট লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকেও বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের দলটিকে পুরস্কৃত করা হয়। বানারহাট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য বলেন, জেলাস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে চা বলয়ের শ্রমিক পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের এই সাফল্য বিদ্যালয়ের বাকি ছাত্রছাত্রীদেরও উৎসাহিত করবে। ওদের আন্তরিক প্রয়াস ও নিরলস পরিশ্রমই সফলতা এনে দিয়েছে। এবারের কলা উৎসবের বিষয় ছিল করম উৎসব। ছাত্রছাত্রীরা করম উৎসবের খুঁটিনাটি অকৃত্রিমভাবে উপস্থাপনা করে সাফল্য পেয়েছে। আগামী ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর রাজ্যস্তরের যে প্রতিযোগিতা হবে তাতে অংশগ্রহণ করবে ছাত্রছাত্রীরা। এই সাফল্যের আনন্দ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতেই এদিন ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বানারহাট লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে শৈবাল দাশগুপ্ত বলেন, 'আমি নিজে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। বিদ্যালয়ের সফলতায় আমরা দারুণ খুশি। তাই ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ বাড়াতে তাদের পুরস্কৃত করার জন্য আমরা লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিয়েছি।'

স্কুলে চুরি

লাটাগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার রাতে চুরি গেল স্কুলের পাখা, টিউবলাইট, নলকূপ, প্রিন্টার সহ প্রায় ৩০ হাজার টাকার জিনিসপত্র। মঙ্গলবার ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর মাটিয়ালি এনএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। তদন্ত শুরু করেছে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ।

এদিন শিক্ষকরা স্কুলে গিয়ে দেখতে পান অফিস ঘরের একটি জানালা ভাঙা। অফিস ঘরের সিলিং ফ্যান, সব লাইট ও প্রিন্টার উধাও। নলকূপের উপরের অংশও উধাও। প্রধান শিক্ষক শ্যামাপ্রসাদ পান্ডে জানান, এই ধরনের ঘটনা বিদ্যালয়ে এই প্রথম। সবকিছু ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়িতে জানানো হয়েছে। খবর পেয়ে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ স্কুলে আসে। তদন্ত চলছে বলে জানান ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি খেসান লামা।

মহিলা ভোটারের সংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে রাজ্যকে ছাড়াল জেলা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ সচিত্র ভোটার তালিকায় মহিলা ভোটার সংযুক্তিকরণে রাজ্যের অনুপাতকেও ছাপিয়ে গেল জলপাইগুড়ি জেলা। রাজ্যে যেখানে নতুন মহিলা ভোটারের নাম তোলার অনুপাত প্রতি হাজার পুরুষে ৯৩৮ জন, জলপাইগুড়িতে সেই অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৯৫৮ জন। ২০১৬ সালের তুলনায় জেলায় চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত ভোটার সংখ্যা বেড়েছে ৩৬ হাজার ২৬৮। আগামী বছর ১ জানুয়ারি ভোটার তালিকায় আরও ৫৯ হাজার ৬০২ জন যুক্ত হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই বছর আলাদা করে ৩ হাজার ১৫৬ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ভোটারকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন থেকে জলপাইগুড়ি জেলায় ২২ আগস্ট থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিস্টেমেটিক ভোটার্স এডুকেশন অ্যান্ড ইলেকটোরাল পার্টিসিপেশন (এসভিইইপি) কর্মসূচি শুরু করেছে। নতুন ভোটারদের নাম তোলা, সংযোজন, বিয়োজনের বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। বুধবার এই কার্যক্রম শেষ হচ্ছে। এসভিইইপি সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২২ আগস্ট পর্যন্ত জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার ৮৩০। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটার রয়েছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভায়, ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫৬১ জন। তারপরেই রয়েছে জলপাইগুড়ি বিধানসভা। এসভিইইপি-র জেলা নোডাল অফিসার শ্রদ্ধা সুব্বা জানান, জলপাইগুড়িতে ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে প্রতি এক হাজার পুরুষ ভোটারের অনুপাতে মহিলা ভোটারের সংখ্যা রাজ্যের অনুপাতকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। মহিলা ভোটারদের নাম তোলার ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে নাগরাকাটা বিধানসভা। এখানে নতুন ভোটার তালিকায় প্রতি হাজার পুরুষে মহিলা ভোটারের সংখ্যা ১০২৮। এরপরে রয়েছে মাল বিধানসভা। শ্রদ্ধা সুব্বা আরও জানান, আগামী জানুয়ারিতে ১৮ বছর বয়স হবে এমন নতুন ভোটারের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫৯ হাজার ৬০২। এছাড়া নাম বাদ যাবে এমন ভোটারের সংখ্যা দাঁড়াবে ৭ হাজার ৪৮২।

২০১৬ সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী, পুরুষ ও মহিলা ভোটারের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩১৬ এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭৩। গত বছরের তুলনায় এই বছর খসড়া ভোটার তালিকায় পুরুষ ভোটার ও মহিলা ভোটারের সংখ্যা বেড়েছে যথাক্রমে ১৬ হাজার ৩৪৯ ও ১৯ হাজার ৯১৭। আগামী বছর নতুন ভোটাররা তালিকাভুক্ত হওয়ার পর মহিলা ভোটারের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে জানান শ্রদ্ধা সুব্বা। তিনি বলেন, প্রশাসনের তরফে লাগাতার প্রচার ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তকরণের ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে।

> রাজ্যে যেখানে নতুন মহিলা ভোটারের নাম তোলার অনুপাত প্রতি হাজার পুরুষে ৯৩৮ জন, জলপাইগুড়িতে সেই অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৯৫৮ জন। ২০১৬ সালের তুলনায় জেলায় চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত ভোটার সংখ্যা বেড়েছে ৩৬ হাজার ২৬৮।

হোমিয়োপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের বেতন বকেয়া

শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ মাস তিনেক ধরে বেতন নেই। পুজোর আগে তাই শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত হোমিয়োপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকরা পড়েছেন সমস্যায়। নিয়মিত দায়িত্ব সহকারে কাজ করার পরেও কেন তাঁদের বেতন নিয়ে এই টালবাহানা– প্রশ্ন তুলেছেন চিকিৎসকদেরই একাংশ। যদিও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের এইও প্রেমকুমার বরদেওয়ার বক্তব্য, পুরো বিষয়টি আমরা দেখছি। খুব শীঘ্রই চিকিৎসকদের বেতন মিটিয়ে দেওয়া হবে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকার গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মরত বেশ কয়েকজন হোমিয়োপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক। এই মুহূর্তে ১১ জন হোমিয়ো চিকিৎসক ও পাঁচজন চুক্তিভিত্তিক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক কাজ করছেন। অভিযোগ, তাঁদের প্রায় তিন মাসের বেতন এখনও বকেয়া রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বহুবার জানানো সত্ত্বেও কোনো কাজ হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকেরই বক্তব্য, 'পুজোর মাসে যদি বকেয়া বেতন পাওয়া যেত তবে সত্যিই খুব উপকৃত হতাম। মাঝেমধ্যেই আমাদের বেতন অনিয়মিত হয় ঠিকই, কিন্তু পুজোর সময় যদি অন্তত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হত তবে কাজের কাজ হত।' যদিও এইও বলেছেন, 'আমি ওনাদের বিষয়টি জানি। এদিনই খোঁজখবর নিয়েছি ওনাদের। অনেকে বলেছেন তাঁদের কিছু মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। বেতন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি হয়েছে। খুব শীঘ্রই ওই চিকিৎসকদের বকেয়া বেতন যতটা সম্ভব মিটিয়ে দেওয়া হবে।'

সোসাইটির বার্ষিক সভায় ধস্তাধস্তি

শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ দুই পক্ষের ধস্তাধস্তিতে মঙ্গলবার ধুন্ধুমার বেধে গেল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির বার্ষিক সভায়। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর মঞ্চে সোসাইটির বার্ষিক সভা শুরুর কিছুক্ষণ পরই সেখানে পৌঁছান বিশ্ববিদ্যালয় অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী অ্যাসোসিয়েশনের নেতা-কর্মীরা। তাঁদের সোসাইটির সদস্যপদ দেওয়ার দাবিতে মঞ্চের দরজার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সভার ভিতরে ঢুকে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। সভার সদস্যরা তাঁদের বাধা দিলে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। ফলে এদিন মাঝপথেই শেষ হয়ে যায় সভা। এদিনের ঘটনায় ফের প্রকাশ্যে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূলের দুই সংগঠনের কোন্দল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী কর্মী, আধিকারিক, শিক্ষকদের নিয়েই তৈরি হয়েছে ওই সোসাইটি। সেই সোসাইটিতে সদস্যপদ চেয়ে অনেক আগে থেকেই সরব হয়েছেন অস্থায়ী কর্মীরা। সোসাইটির এক কর্তার বক্তব্য, সোসাইটি গঠনের সময় যে আইন তৈরি করা হয়েছিল সেই আইন অনুসারে, শুধুমাত্র স্থায়ী কর্মীরাই সদস্যপদ পাবেন। আর সেই কারণেই অস্থায়ী কর্মীদের সদস্য করা সম্ভব হয়নি। সেই আইনে পরিবর্তন এনে তাঁদের সদস্যপদ দেওয়ার দাবি তুলেছেন অস্থায়ী কর্মীরা। বারবার বললেও তাঁদের আবেদনে সাড়া দেওয়া হয়নি অভিযোগ তুলে এদিন সোসাইটির সভায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। সদস্যদের ভোটেই সোসাইটির কর্মকর্তা নির্বাচন হয়ে থাকে। শেষ নির্বাচনে বাম সমর্থিতরা জয়ী হয়েছিলেন বলেই জানা গিয়েছে। অস্থায়ী কর্মী সংগঠনের অভিযোগ, তাদের সংগঠন যেহেতু তৃণমূল প্রভাবিত, তাই তাদের সদস্যপদ দেওয়া হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূলের আর এক কর্মী সংগঠন সারা বাংলা শিক্ষাবন্ধু সমিতির সভাপতি গুরুচরণ দাস সোসাইটির সদস্য। অস্থায়ী কর্মী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রভাতকুমার যাদবের অভিযোগ, শিক্ষাবন্ধু সমিতির কর্তারা বাম সমর্থিতদের সঙ্গে মিশে তাঁদের সদস্য হতে বাধা দিচ্ছেন। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করে গুরুচরণবাবুর বক্তব্য, তৃণমূল করলেই আইন ভেঙে যা খুশি তাই করা হবে সেটাকে কখনোই তাঁরা সমর্থন করবেন না। উলটে সভায় ঢুকে ধস্তাধস্তি করায় অস্থায়ী সংগঠনের তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। তবে এদিন সভায় ঢুকে ধস্তাধস্তি বা বিক্ষোভ নিয়ে আইনি কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার কথা এখনও জানাননি সোসাইটির কর্তারা। সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ধ্রুব রায় বলেন, 'সদস্য করার ক্ষেত্রে আইনি সমস্যার কথা অস্থায়ী কর্মীদের জানানো হয়েছিল। তাঁরা কোনো কথাই শোনেননি। মঞ্চে ঢুকে তাণ্ডব করেছেন। আমরা গোটা ঘটনার কথা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।' বিক্ষোভকারীদের নেতা প্রভাত যাদব বলেন, সদস্যপদ না দেওয়া হলে তাঁরা লাগাতার আন্দোলনে নামবেন।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ডেঙ্গু প্রতিরোধ কমিটির কাজ পরিদর্শনে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি

বাগডোগরা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ আপার বাগডোগরা ও লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতে ডেঙ্গু প্রতিরোধে কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মী, আশাকর্মী, স্বনির্ভর দলগুলির সদস্য ও শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত এই কমিটির সদস্যরা এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক প্রচার করছেন। মঙ্গলবার ওই কমিটির কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি তাপস সরকার, অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক প্রেমকুমার বরদুয়া, নকশালবাড়ির বিডিও বাপি ধর, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি মহম্মদ ইসলাম ও জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সুমন বর্মন। আপার ও লোয়ার বাগডোগরার উপপ্রধানরাও তাঁদের সঙ্গে বাগডোগরা হাটে আবর্জনার স্তূপ দেখে উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন। ডেঙ্গু মোকাবিলায় মানুষ যে এখনও সেভাবে সচেতন হননি তা কার্যত স্বীকার করে নেন তাঁরা।

এদিন বাগডোগরা হাট পরিদর্শনের পর পরিদর্শনকারীরা জ্যোতিনগর এলাকায় যান। সেখানে তাঁরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখেন, অনেক বাড়িতেই বিভিন্ন পাত্রে জল জমে রয়েছে। মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি নিজেই সেই জল ফেলে দেন। তিনি এলাকার মানুষদের সতর্কও করেন। ওই এলাকায় এক ডেঙ্গু আক্রান্তের বাড়িতেও পরিদর্শক দল যায়। তাপসবাবু বলেন, 'সরকারি হিসেবে নকশালবাড়ি ব্লকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৫ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। বিষয়টি খুবই উদ্‌বেগজনক। ডেঙ্গু মোকাবিলায় গঠিত কমিটি কতটা কাজ করছে তা খতিয়ে দেখতেই এদিন পরিদর্শন করা হয়েছে।' বিডিও বাপি ধর বলেন, 'আমরা ডেঙ্গু মোকাবিলায় ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো প্রভৃতি কাজ করছি। সমস্ত বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের এ বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে।' তাপসবাবু বলেন, 'লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানকে মশা মারার তেল, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি এলাকায় ছড়াতে বলেছি। দ্রুত এই কাজগুলি করার পরামর্শ দিয়েছি।'

মঙ্গলবার বাগডোগরায় ডেঙ্গু প্রতিরোধের কাজ পরিদর্শন। - খোকন সাহা

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঝুমুর সেতুর রেলিংয়ে ট্রাক

ধূপগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ ফের নির্মীয়মাণ সার্ক রোডের ওপর দুর্ঘটনা ঘটল। মঙ্গলবার সকালে একটি দূরপাল্লার ছোটো ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঝুমুর সেতুর রেলিংয়ের ওপর উঠে পড়ে। কোনো হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও ঘটনা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ডের ওসি ও কর্মীরা। চলতি মাসের প্রথমদিকেও একইভাবে একটি লরি ঝুমুর সেতুর রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ে গিয়েছিল। ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে সেতুর আগে সতর্কতামূলকভাবে ব্যারিকেডও লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাতে দ্রুতগতিতে থাকা লরিগুলি সেতু ও সড়কের মধ্যে ফারাক বুঝতে না পেরেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে বলে অনুমান।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাক। ছবি ঃ শুভাশিস বসাক

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সার্ক রোড নির্মাণের জন্যে সড়ক অনেকটাই চওড়া করা হয়েছে। কিন্তু সেতু একই রয়ে গিয়েছে। বড়ো সড়কের ওপর দিয়ে এসে তুলনামূলক ছোটো সেতু বুঝতে না পারার কারণেই দুর্ঘটনা ঘটছে। ট্রাফিক গার্ডের এক কর্তাও একই অনুমান করেছেন। বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সড়ক ৪৮ তথা সার্ক রোড কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন ট্রাফিক গার্ড। তবে, এই বিষয়ে জাতীয় সড়ক ৪৮ কর্তৃপক্ষ বিশেষ কিছুই বলতে নারাজ। তাদের কথায়, এখনও সড়ক নির্মীয়মাণ অবস্থায় রয়েছে। এই মুহূর্তে সড়কের পাশে সতর্কতামূলক বোর্ড দেখেই ধীরগতিতে গাড়ি চালাতে হবে। তবে নির্মাণ সম্পন্ন হলে সমস্যা মিটে যাবে।

কামতাপুরি ভাষা আকাদেমির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

কামতাপুরি, রাজবংশি বোর্ডে বংশীবদন, নিখিল রায়

শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ রাজবংশি ভাষা আকাদেমির পর এবার কামতাপুরি ভাষা আকাদেমি গঠনের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি, রাজবংশি উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক বোর্ড গঠনের ঘোষণাও করেছেন তিনি। মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রী এই ঘোষণা করে বলেন, রাজবংশি ভাষা আকাদেমি আগেই তৈরি হয়েছিল। সেই আকাদেমির বিভিন্ন পদে কিছু রদবদল করা হয়েছে। বিজয়চন্দ্র বর্মনকে সভাপতি রেখে বংশীবদন বর্মনকে সহসভাপতি করা হয়েছে। আকাদেমির সদস্য হিসাবে নিখিলচন্দ্র রায়ও রয়েছেন। এই ভাষা আকাদেমিতে মোট ১৯ জনের নাম মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন। এই আকাদেমির সদর দপ্তর হবে কোচবিহারে। তিনি বলেন, কামতাপুরি ভাষাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হবে। সেই জন্য কামতাপুরি ভাষা আকাদেমি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই দাবিকে সম্মান জানিয়ে এদিন নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়িকে চেয়ারম্যান, অতুল রায়কে ভাইস চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। এই আকাদেমির সদর দপ্তর হবে জলপাইগুড়িতে। এছাড়াও এদিন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, রাজবংশি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারীকে। পাশাপাশি, এই উন্নয়ন বোর্ডেও বংশীবদন বর্মনকে ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টির সভাপতি অতুল রায়।

মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ছিনতাই

চোপড়া, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ চোপড়া থানার দাসপাড়া এলাকায় এক ব্যবসায়ীর পথ আটকে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ছিনতাই ও বেধড়ক মারধরের অভিযোগে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় আহত ব্যবসায়ীকে স্থানীয়দের তৎপরতায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। আক্রান্ত ব্যবসায়ী মেহেদি হুসেন এই এলাকার ভোরকুলাগছ গ্রামের বাসিন্দা। দাসপাড়া বাজার এলাকার পিরসাহেবমোড়ে তাঁর মুদিখানা রয়েছে। সোমবার রাতে সাড়ে ৮টা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে স্থানীয় দাসপাড়া ও আন্ধারুগছ গ্রামের মাঝামাঝি রাস্তায় দুটি মোটরবাইকে করে আসা তিনজন দুষ্কৃতী তাঁর পথ আটকে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ২০ হাজার টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় বলে অভিযোগ। টাকা দিতে আপত্তি করতেই দুষ্কৃতীরা বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারধর করতে থাকে বলে অভিযোগ। জনবসতি এলাকার মধ্যে এক ব্যক্তির আর্তনাদ শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে আসতেই দুষ্কৃতীরা একটি মোটরবাইক ফেলেই চম্পট দেয়। তারপর স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে রাতেই দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। রাতে স্থানীয়রা দুষ্কৃতীদের ধাওয়া করলে কয়েকটি বোমা উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। চোপড়া পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে একটি মোটরবাইক উদ্ধার হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

পাঁচদিন ধরে ব্যাংক বন্ধ থাকায় উদ্‌বেগে রামগঞ্জের গ্রাহকরা

ইসলামপুর, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ রামগঞ্জের ইউকো ব্যাংকের ম্যানেজারকে মারধরের জেরে গত পাঁচদিন থেকে ব্যাংক বন্ধ রয়েছে। ব্যাংক না খোলায় উদ্‌বিগ্ন এলাকার গ্রাহকরা। উৎসবের মরশুমে ব্যাংক এভাবে বন্ধ থাকায় দারুণ সমস্যায় পড়েছেন এলাকার ব্যবসায়ীরা। তাঁদের পুজোর মরশুমে কালীগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর কিংবা ইসলামপুরে গিয়ে ব্যাংকের কাজ করতে হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ব্যাংক খোলা না থাকায় তাঁরা লেনদেনের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন। তাঁরা নগদ টাকা নিয়ে রামগঞ্জ থেকে বাইরের ব্যাংকে গিয়ে কাজ করতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। ওই ব্যাংকের ম্যানেজার মণি কুমার জানান, তাঁকে মারধর করার পর থেকেই তিনি চিকিৎসাধীন। ব্যাংকের বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারবেন না।

উল্লেখ্য, গত বুধবার দুপুরে ওই ব্যাংকে কতিপয় দুষ্কৃতী ব্যাংক ম্যানেজারের উপর চড়াও হয়। তাঁকে মারধর করা হয়। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভরতি করা হয়েছে। তারপর থেকেই কর্তৃপক্ষ ব্যাংক বন্ধ করে দেয়। স্থানীয় ও ব্যাংক সূত্রে জানা গিয়েছে, রামগঞ্জে দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্র প্রভাব খাটিয়ে বেআইনিভাবে লোন স্যাংশন করিয়ে দেয়। ওই কাজে দীর্ঘদিন থেকে ব্যাংকের একাংশ জড়িত বলে অভিযোগ। জমির কাগজ, র‍্যাশনকার্ড, প্রধানের দেওয়া শংসাপত্র নকল করে একটি চক্র বিভিন্ন রকমের লোন করে দিত ব্যাংকের একশ্রেণির অসাধু কর্মীদের সহযোগিতায়। প্রায় একবছর হল মণি কুমার ওই ব্যাংকের ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেওয়ার পর ওই চক্রটি সুবিধা করতে পারছিল না। তাঁকে ইতিপূর্বে 'দেখে নেওয়ার' হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, তিনি ব্যাংকের রামগঞ্জ শাখায় যোগ দেওয়ার পর থেকেই তাঁর উপর বেআইনিভাবে লোন মঞ্জুর করিয়ে দেওয়ার চাপ আসতে থাকে। কিন্তু চাপের কাছে নতিস্বীকার না করায় তাঁকে মারধর করা হয় বলে তাঁর দাবি। পুরো বিষয়টি তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। এ বিষয়ে ব্যাংকের সিউড়ি জোনের চিফ ম্যানেজার কৈলাশচন্দ্র পাহাড়িয়া জানান, ব্যাংক কবে খুলবে তা বলা মুশকিল। ওই শাখার ম্যানেজারকে মারধর করার পর থেকেই কর্মীরা সবাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। পুরো বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরবর্তী নির্দেশ না এলে ব্যাংক খোলার বিষয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না। উপযুক্ত নিরাপত্তা না পেলে ওই এলাকায় আদৌ ওই ব্যাংক থাকবে কিনা, সেই বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষ চিন্তাভাবনা করছে।

এদিকে, ইসলামপুরের বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'সরষের মধ্যে ভূত রয়েছে। ব্যাংকের কোনো কর্মী 'অবৈধ' লোনের বিষয়ে জড়িত না থাকলে কোনো দালাল কিছু করতে পারবে না। আর এদিকে, ব্যাংক বন্ধ থাকায় উৎসবের মরশুমে সাধারণ গ্রাহক থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা সমস্যায় পড়েছেন। অবিলম্বে দালালচক্রকে গ্রেফতার করে ব্যাংক খোলা হোক।' ইসলামপুরের মহকুমাশাসক শেরিং ওয়াই ভুটিয়া জানান, তিনি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন।